দৈনিক বাংলা

তারিখ 02 DEC 1993
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

গণশিক্ষা কর্মসূচী

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া সরকারের শিক্ষা কর্মসূচী সফল করার জন্য জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। সম্প্রতি বগুড়ার ১০টি গ্রাম সফরকালে তিনি সর্বস্তরের স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে আলাপ–আলোচনা করেন এবং তাদের শিক্ষা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করেন। তিনি বলেন, তার সরকার শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শিশুদের স্কুলে পাঠাবার জন্য প্রত্যন্ত অঞ্চলের গ্রামবাসীদের কাছেও অনুরোধ জানান।

আমাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অনগ্রসরতার অন্যতম কারণ যে শিক্ষার অভাব এ বিষয়ে এখন আর কেউ দ্বিমত করবেন না। আমাদের জনসংখ্যার একটা নগণ্য অংশ শিক্ষিত— ২৬ শতাংশের মত। শিক্ষিতদের একটা অংশ আবার দেশ ছেড়েও চলে যান। ফলে দেশে যারা বসবাস করেন তাদের বিপুল অংশই শিক্ষাবঞ্চিত। শিল্প কৃষিসহ অর্থনীতির প্রতিটি খাতে উন্নয়নের পথে এ অবস্থা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে রেখেছে। কৃষি আধুনিকায়ন করতে হবে। কিন্তু আধুনিক প্রযুক্তি দ্রুত রপ্ত করার জন্য যে শিক্ষা প্রয়োজন আমাদের দেশের সর্বস্তরের কর্মরত কৃষকদের কি তা আছে? শিল্প সম্পর্কেও একই কথা। উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে উন্নয়নের পথে অগ্রসর হবার জন্য দক্ষতা অর্জন করার প্রয়োজনে শ্রমিকদেরও শিক্ষিত হতে হবে। ব্যবসা–বাণিজ্য উৎপাদন সব ক্ষেত্রে শিক্ষা একটা গুণগত পরিবর্তন নিয়ে আসে। সামাজিক উন্নয়ন ও বিকাশের জন্যও শিক্ষা অপরিহার্য। শিক্ষা প্রতিটি মানুষের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটাবার মত সুযোগ সৃষ্টি করে। শিক্ষাবঞ্চিত প্রতিভা অনেক সময় বিপথগামী হতে পারে।

উপযুক্ত শিক্ষা পেলে আজকের বিপথগামী তরুণরাও হয়ত দেশ ও জাতির কল্যাণে অবদান রাখবে। শিক্ষার অভাব মানুষকে কুসংস্কার, অপকর্ম, পরচর্চা ইত্যাদি বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট করে। একটা উন্মুক্ত উদার সংস্কৃতির পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য শিক্ষা চাই। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, পৃথিবীতে যে দেশ যত শিক্ষিত সে দেশ তত উন্নত। শিক্ষা যে সার্বিক উন্নয়নের ভিত সৃষ্টি করে এর থেকেই তা প্রমাণ হয়।

যে কোন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের জন্যই বিনিয়োগ প্রয়োজন। শিক্ষাও ব্যতিক্রম নয়। তবে বিনিয়োগের অন্যান্য ক্ষেত্র থেকে শিক্ষা স্বাস্থ্য ইত্যাদি খাতে বিনিয়োগের লাভের হিসাব একটু ভিন্নভাবে করতে হবে। এইসব খাতে বিনিয়োগও লাভজনক, তবে প্রত্যক্ষ হিসাবে এ লাভ ধরা পড়বে না। এ জন্যই শিক্ষা কর্মসূচীর বাস্তবায়নের উদ্যোগ মূলত সরকারকেই নিতে হয়। বেসরকারী খাতের উদ্যোক্তারা মূলত প্রত্যক্ষ লাভালাভের হিসাব কষেণ।

বর্তমান সরকার শিক্ষার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। দেশের অর্থনীতির সামর্থ্য সীমিত হওয়া সত্ত্বেও শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী গৃহীত হয়েছে। চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনায় শিক্ষাখাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হচ্ছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানানো হয়েছে। শিক্ষা সম্প্রসারণ কর্মসূচীর সাফল্যের জন্য গ্রামে–গঞ্জে স্কুলের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক তৈরি করতে হবে। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সম্প্রসারণের মাধ্যমেই সুশৃঙ্খলভাবে শিক্ষার বিকাশ সম্ভব।

গ্রামগুলির দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেয়া দরকার। কারণ, গ্রামের স্কুলগুলিতে এখন লেখাপড়ার মান খুবই পড়ে গেছে। গ্রাম–মফস্বলের ছাত্রছাত্রীরা এসে জাতীয় পর্যায়ে প্রতিযোগিতা করতে পারে না। যতটুকু শিক্ষার সুযোগ গ্রামে আছে মানগত অবনতির ফলে তাও অর্থহীন হয়ে পড়ছে। এসএসসি পরীক্ষার ফলাফলে গ্রামীণ শিক্ষা ব্যবস্থার দুর্দশা প্রতিবছরই প্রতিফলিত হয়। কিন্তু তার প্রতিকারের লক্ষণ নেই।

প্রধানমন্ত্রী গ্রামের শিশুদের লক্ষ্য করে বলেছেন, জীবনে তোমাদের অনেক বড় হতে হবে। গ্রাম বাংলার শিশুরা একদিন শিক্ষিত হয়ে দেশের মুখ উজ্জ্বল করবে— আমরা তাই আশা করি।